"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে সংশোধন করার জন্য অ্যাটেনশন দাও, দৈবী গুণ ধারণ করো, বাবা কখনও কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন না, শিক্ষা দেন, এতে ভয়ের কিছু নেই"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন্ স্মৃতিটি থাকলে তারা সময় নষ্ট করবে না?

*উত্তরঃ - এ হল সঙ্গমের সময়, সর্বোচ্চ লটারী প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা আমাদের হীরে তুল্য দেবতায় পরিণত করছেন। এই কথা স্মরণে থাকলে কখনও সময় নষ্ট করবে না। এই নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম, তাই পড়াশোনা কখনও যেন মিস না হয়। মায়া দেহ-অভিমানে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমাদের ডাইরেক্ট বাবার সঙ্গে যোগ থাকলে সময় সফল হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই কথা তো জানে যে ইনি হলেন বাবা, তাঁর কাছে ভয়ের কোনও কারণ নেই। ইনি সাধু বা মহাত্মা নন যে কোনোরকম অভিশাপ দেবেন বা অসন্তুষ্ট হবেন। ওই গুরুদের মনে অনেক ক্রোধের ভাবনা থাকে, তাই মানুষ তাদেরকে ভয় পায়, অসন্তুষ্ট হয়ে যাতে কোনও অভিশাপ না দিয়ে দেন। এখানে তো তেমন কোনও কথাই নেই। বাচ্চাদের কখনও ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাবার কাছে ভয় তারা পায় যারা নিজেরা চঞ্চল হয়। দেহের পিতা বা লৌকিক পিতা তো রাগারাগি করেন। এখানে তো বাবা কখনও ক্রোধ করেন না। বরং বোঝান, যদি বাবাকে স্মরণ করবে না তো বিকর্ম বিনাশ হবে না। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য নিজেরই ক্ষতি করবে। বাবা তো বোঝান, ভবিষ্যতে সঠিকভাবে চলার জন্য। এমন নয় যে রাগ করবেন। বাবা তো বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা নিজেকে সংশোধন করার জন্য স্মরণের যাত্রার উপরে অ্যাটেনশন দাও। তার সাথে সাথে চক্রকেও বুদ্ধিতে রাখো, দৈবী গুণ ধারণ করো। স্মরণ হলো মুখ্য। বাকি সৃষ্টি চক্রের নলেজ হলো খুব সিম্পল। ওটা হলো সোর্স অফ ইনকাম। কিন্তু তার সাথে সাথে দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। এই সময় রয়েছে সবার আসুরী গুণ। ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও আসুরী গুণ থাকে কিন্তু তার জন্যে তাদের গায়ে হাত তোলা একদমই ঠিক নয় আরও উল্টো শিক্ষা পায়। সেখানে সত্যযুগে কিছু শিখতে হয় না। এখানে তো বাচ্চারা মা-বাবার কাছে শেখে। বাবা গরিবদের কথা বলেন। ধনীদের জন্য হলো এখানেই স্বর্গ। তাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এ হলো পড়াশোনা। টিচার চাই, যিনি শেখাবেন, ভুল শুধরে দেবেন। সুতরাং বাবা গরিবদের কথা বলছেন। কিরূপ অবস্থা হয়েছে। বাচ্চারা কিভাবে খারাপ হয়। মা-বাবাকে সবাই দেখে। তারপরে ছোট বয়সেই সব খারাপ হয়ে যায়। ইনি হলেন আত্মিক পিতা, তিনি বলেন আমিও হলাম দীনের নাথ (গরিব নিবাজ)। আমি বোঝাই দেখো এই দুনিয়ায় মানুষের কি অবস্থা হয়েছে। তমোপ্রধান দুনিয়া হয়েছে। তমোপ্রধান হওয়ার কোনও সীমা আছে তাইনা। ১২৫০ বছর তো হলো কলিযুগের। একদিনও কম বেশি হবে না। দুনিয়া যখন সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয় তখন বাবাকে আসতে হয়। বাবা বলেন আমি ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। আমাকে আসতে ই হয়, শুরুতে কত গরিব এসেছিল। ধনীরাও এসেছিল, এক সঙ্গে বসতো তারা। ধনী ঘরের মেয়েরা কিছু না নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। কত ঝামেলা হয়েছিল। ড্রামাতে যা হওয়ার ছিল, হয়েছিল। কেউ ভাবেনি এমন হবে। বাবা নিজের আশ্চর্য অনুভব করতেন, এইসব কি হচ্ছে। এর হিস্ট্রি খুবই ওয়ান্ডারফুল। এইসবই ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। বাবা সবাইকে বলে দিয়েছিলেন চিঠি নিয়ে এসো - আমরা জ্ঞান অমৃত পান করতে যাচ্ছি। তারপরে তাদের স্বামীরা বিদেশ থেকে ফিরে এলো। তারা বলল বিষ দাও, এরা বলত আমরা জ্ঞান অমৃত পান করেছি, বিষ দেব কিভাবে। এই বিষয়ে একটি গীতও আছে। একেই বলে চরিত্র। শাস্ত্রে যদিও কৃষ্ণের চরিত্র লিখে দিয়েছে। কৃষ্ণের কথা তো হতে পারে না। সুতরাং এইসবই ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। নাটকে সবই হয়। হাসি কান্না ইত্যাদি ইত্যাদি.... এ তো দুই বাবাই বলেন আমরা কিছু করিনি। এ তো ড্রামার খেলা চলছে। ছোট ছোট বাচ্চারা এসেছিল। এখন তারা বড় হয়েছে। বাচ্চাদের ওয়ান্ডারফুল নাম সন্দেশ নিয়ে আসেন যে কন্যারা তারা নিয়ে আসে, তার মধ্যে যারা চলে গেল তাদের নাম তো নেই, আবার পুরানো নামই থাকল, তাই ব্রাহ্মণদের মালা হয় না।

তোমাদের কাছে কিছু নেই। প্রথমে মালা জপ করতে তোমরা। এখন তোমরা মালার মুক্তো হও। সেখানে ভক্তি থাকে না, এই সেকেন্ডের জ্ঞান হল বোঝার জন্যে। তাঁকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, সম্পূর্ণ সমুদ্রের জল দিয়ে কালি, সম্পূর্ণ জঙ্গলের কলম তৈরি করলেও পুরো লেখা হবে না, যদিও এই জ্ঞান হল সেকেন্ডের কথা। অল্ফ-কে জানলে তো বে বাদশাহী অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সুতরাং সেই অবস্থা প্রাপ্ত করতে অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র হতে পরিশ্রম লাগে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে নিজের অসীমের পিতাকে স্মরণ করো। এতেই পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। সাধনা করানোর

জন্যে টিচার তো আছেন কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে টিচার-ই বা কি করবেন। টিচার তো পড়াবেন। এমন তো নয় যে ঘুষ নিয়ে পাস করাবেন ! এই কথা তো বাচ্চারা বোঝে বাপদাদা এইখানে দুইজনেই একত্রে আছেন। অনেক কন্যাদের চিঠি আসে বাবার নামে। শিববাবা কেয়ার অফ প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাবার কাছে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর, ব্রহ্মাবাবার দ্বারা। ত্রিমুর্তি-তে আছে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করানো হয়। ব্রহ্মাকে ক্রিয়েটার বা সৃষ্টিকর্তা বলা হবে না। অসীমের সৃষ্টি কর্তা তো একমাত্র তিনি-ই শিববাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন অসীম জগতের। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন সুতরাং অনেক প্রজাও থাকবে। সবাই বলে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, শিববাবাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হবে না। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। যেমন বংশের তালিকা হয় তাইনা। এ হল অসীমের বংশ তালিকা। অ্যাডাম ও বিবি, অ্যাডাম ও ইভ কাকে বলা হয়? ব্রহ্মা-সরস্বতীকে বলা হবে। এবার বংশ তালিকা তো বিশাল হয়ে গেল। সম্পূর্ণ ঝাড় বা বৃক্ষটি এখন জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। আবার নতুন চাই। একেই বলা হয় ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ । বিভিন্ন ফিচার্স আছে, একে অপরের সঙ্গে মিল থাকে না। প্রত্যেকের কার্যকলাপের পার্ট ভিন্ন, একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। এই হল গুহ্য রহস্য। ক্ষুদ্র বুদ্ধিধারী বুঝতে পারে না। খুব মুশকিল কথা। আমরা আত্মারা সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ, এখানে (ভ্রুকুটিতে) পাশে এসে বসেন। আত্মা ছোট বড় হয় না। বাপদাদার একত্রে এই পার্ট খুব ওয়ান্ডারফুল। বাবা এই রথটি অনুভবী নিয়েছেন। বাবা নিজে বোঝান এই হল ভাগ্যশালী রথ। এই গৃহ বা রথে আত্মা বিরাজমান আছে। আমরা এমন বাবাকে ভাড়ায় নিজের ঘর বা রথ দিলে তোমরা কি বুঝতে পারো ! তাই এনাকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যার মধ্যে বাবা বসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের হীরে তুল্য দেবতায় পরিণত করেন। এইসব কথা আগে কি আর বুঝতে পারতে তোমরা। একেবারেই তুচ্ছ বুদ্ধি ছিলে।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো তাই ভালো ভাবে পুরুষার্থ করা উচিত, সময় নষ্ট করা উচিত নয়। স্কুলে সময় নষ্ট করলে ফেল হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের বিরাট লটারি প্রদান করেন। কেউ রাজার ঘরে জন্ম নিলে বলা হয় লটারি পেয়েছে তাইনা। কাঙাল থাকলে তাকে কি কখনো লটারি বলা হবে? এ হলো উঁচু লটারি, এতে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবা জানেন এ হল মায়ার বক্সিং । ক্ষণে ক্ষণে মায়া দেহ - অভিমানে নিয়ে আসে। তোমাদের হলো বাবার সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগ। সম্মুখে বসে আছেন তাই এখানে রিফ্রেশ হতে আসো ড্রামা অনুযায়ী। বাবা বলেন আমি তোমাদের বোঝাই সেসব ধারণ করতে হবে। এই জ্ঞানও তোমরা এখন প্রাপ্ত কর। তারপর প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। অনেক আত্মারা চলে যায় শান্তিধামে। তারপরে অর্ধকল্প পরে ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়। অর্ধকল্প তোমরা বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছ, ভক্তি করেছ। এখন মুখ্য কথা বোঝানো হয়েছে যে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাহলে জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই জ্ঞান হল সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের উপায়), এর দ্বারা তোমরা পদ্মাপদম (লক্ষকোটি গুণ) ভাগ্যশালী হও । স্বর্গের মালিক হও। সেখানে তো সব রকমের সুখ আছে। বাবা মনে করিয়ে দেন স্বর্গে তোমাদের অপার সুখ প্রদান করা হয়েছিল। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে যা সবকিছু তোমরা হারিয়েছ। তোমরা রাবণের দাস হয়েছ। রাম ও রাবণের এই হল ওয়ান্ডারফুল খেলা। এইসব যদিও হবে। অনাদি পূর্ব-নির্দিষ্ট খেলা। স্বর্গে তোমরা চির সুস্থ-চির সম্পন্ন হয়ে থাকো। এখানে মানুষের সুস্থ করার জন্যে কত খরচ করা হয় তাও এক জন্মের জন্যে। তোমাদের অর্ধকল্পের জন্যে এভার হেলদি করতে কি খরচ হয় ! একটা নতুন পয়সাও খরচ হয় না। দেবতারা এভার হেলদি হয়, তাইনা। তোমরা এখানে এসেছ এভার হেলদি হতে। একমাত্র বাবা ব্যতীত এভার হেলদি আর কেউ করতে পারে না। তোমরা এখন সর্ব গুণ সম্পন্ন হচ্ছ। এখন তোমরা সঙ্গমে আছো। বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক করছেন। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে যত ক্ষণ ব্রাহ্মণ হবে না তত ক্ষণ দেবতায় পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। যত ক্ষণ পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে বাবার পুরুষোত্তম না হচ্ছ ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না।

আচ্ছা, আজ বাবা আত্মিক (রুহানী) ড্রিল করা শেখাচ্ছেন, জ্ঞানও প্রদান করেছেন, বাচ্চাদের সতর্ক করেছেন। গাফিলতি কোরো না, উল্টো কথা বোলো না। শান্তিতে থাকো এবং বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিকর্ম বিনাশ করে নিজেকে সংশোধন করার জন্য স্মরণের যাত্রায় পুরোপুরি অ্যাটেনশন দিতে হবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে।

২) দেবতা হওয়ার জন্য সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে, গাফিলতি করে নিজের সময় নষ্ট করবে না।

বরদানঃ- জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ খাজানাগুলিকে মহাদানী হয়ে দান করা মাস্টার জ্ঞান সাগর ভব

যেরকম বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সেইরকম মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে অন্যদেরকে জ্ঞান দান করতে থাকো। জ্ঞানের কত শ্রেষ্ঠ খাজানা বাচ্চারা, তোমাদের কাছে রয়েছে । সেইসকল খাজানায় ভরপুর হয়ে, স্মরণের অনুভবের দ্বারা অন্যদের সেবা করো। যাকিছু খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে মহাদানী হয়ে তা দান করতে থাকো। কেননা এই খাজানা যত দান করবে ততই বৃদ্ধি হতে থাকবে। মহাদানী হওয়া অর্থাৎ কেবল দাতা নয়, নিজের খাজানা আরও বৃদ্ধি করা।

স্লোগানঃ- জীবন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে দেহ থেকে ডিট্যাচ (পৃথক) হয়ে বিদেহী হওয়া - এটাই হলো পুরুষার্থের লাস্ট স্টেজ।

মাতেশ্বরী-জীর মধুর মহাবাক্য

"গুপ্ত বেশধারী পরমাত্মার সামনে কন্যা এবং মাতাদের সন্ন্যাস গ্রহণ"

এখন জগতের মানুষের মধ্যে এই চিন্তা তো হচ্ছে যে এই কন্যা এবং মাতা-রা সন্ন্যাস কেন নিয়েছে? এটা কোনও হঠযোগ, কর্ম সন্ন্যাস নয়, তবে একদম সহজযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ সন্ন্যাস অবশ্যই। পরমাত্মা নিজে এসে আমাদেরকে জীবিত অবস্থাতেই মনের দ্বারা দেহের সাথে দেহের সকল কর্মেন্দ্রিয়ের সন্ন্যাস করান অর্থাৎ পাঁচ বিকারের সম্পূর্ণ সন্ন্যাস অবশ্যই করতে হবে। পরমাত্মা এসে বলছেন যে - দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। এখন মায়ার এই গ্রহণ, যেটা অর্ধেক কল্প ধরে লেগে আছে, এর দ্বারা আত্মা একদম কালো (পতিত) হয়ে গেছে, তাকে পুনরায় পবিত্র বানাতে হবে। দেখো, দেবতাদের আত্মা কতো পবিত্র আর চমৎকার, যখন সোল পবিত্র তখন তন-ও (শরীরও) নিরোগী এবং পবিত্র প্রাপ্ত হয়। এখন এই সন্ন্যাসও তখন হতে পারবে যখন প্রথমে কিছু প্রাপ্তি হবে । গরীব বাচ্চা যখন ধনবানের কোলে যায় (অর্থাৎ দত্তক নেয়) তো অবশ্যই কিছু দেখে কোলে নেয়, কিন্তু ধনীর বাচ্চা কোনও গরীবের কোলে যাবে না। তো এটা কোনও অনাথ আশ্রম নয়, এখানে বড়-বড় ধনবান, কুলবান মাতা-কন্যারা আসে যাদেরকে তাদের লৌকিক পরিবার-পরিজন এখনও চায় যে তারা বাড়ি ফিরে আসুক, কিন্তু এনারা কী প্রাপ্তি করেছেন যে ওই মায়াবী ধন, পদার্থ অর্থাৎ সর্বংশ সন্ন্যাস করেছেন। তো অবশ্যই তাদের এখান থেকে বেশী সুখ শান্তি প্রাপ্তি হয়েছে, তাই তো ওই ধন, পদার্থকে ত্যাগ করতে পেরেছে। যেরকম রাজা গোপীচান্দ অথবা মীরা রাণী হওয়া সত্ত্বেও রাজসুখের সন্ন্যাস করেছিলেন। এখানে এ হলো ঈশ্বরীয় অতীন্দ্রিয় অলৌকিক সুখ যার সামনে সেইসকল জাগতিক পদার্থ হল তুচ্ছ, তাদের এটা জানা আছে যে এখানে মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃতবৎ) হয়ে থাকার কারণে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অমরপুরীর বাদশাহী প্রাপ্ত করছি, তাই তো ভবিষ্যত বানানোর পুরুষার্থ করছে। পরমাত্মার সন্তান হওয়া মানে পরমাত্মার কাছে সমর্পিত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সবকিছু তাঁকে অর্পণ করে দেওয়া, তার রিটার্নে পরমাত্মা অবিনাশী পদ প্রদান করেন। তো এই মনোকামনা পরমাত্মাই এসে এই সঙ্গমের সময়ে পূর্ণ করেন কেননা আমরা জানি যে বিনাশ জ্বালাতে তন-মন-ধন সব ভষ্মীভূত হয়ে যাবে, তো কেনই না আমরা পরমাত্মাকে অর্পণ করে সেই সব সফল করবো না! এখন এই রহস্যও বুঝতে হবে যে যখন সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে তাহলে আমি নিয়েই বা কি করবো! আমাদেরকে কোনো সন্ন্যাসীদের মতো, মন্ডলেশ্বরদের মতো এখানে মহল বানিয়ে বসে থাকলে হবে না, ঈশ্বরার্থে বীজ বপন করলে সেখানে ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য তৈরী হয়ে যাবে, এ হলো গুপ্ত রহস্য। প্রভু তো হলেন দাতা, এক দিলে শ' পাবে। কিন্তু এই জ্ঞানে প্রথমে সহ্য করতে হয়, যত সহ্য করবে ততই অন্তে প্রভাব বের হবে সেইজন্য এখন থেকেই পুরুষার্থ করা শুরু করে দাও। আচ্ছা! ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;